7-11-53

ইষ্টার্ণ টকিজের

অশ্রুদ্ধ নিবেদন

কুহক

PHOTO ARTS.

ইষ্টার্ণ টকিজের সশ্রদ্ধ নিবেদন—

"দুই-বেয়াই"

রচনা ও পরিচালনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রযোজনা : পরিতোষ বসু

প্রধান কর্ম্মসচিব : অমিয় ঘোষ

সঙ্গীত পরিচালনা : পবিত্র চট্টোপাধ্যায় আবহ সঙ্গীত : সুর ও শ্রী

চিত্রশিল্পী : দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দযন্ত্রী : পরিতোষ বসু
আলোক সম্পাত : বিমল দাস
শিল্প নির্দ্দেশে : ৺নির্ম্মল মেহেরা বর্ম্মন
সম্পাদনায় : সুকুমার মুখোপাধ্যায়

রসায়নে : জগবন্ধু বসু
স্থিরচিত্রে : সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জায় : সুধীর দত্ত
সাজসজ্জায় : সন্তোষ নাথ
ব্যবস্থাপনায় : পশুপতি কুণ্ডু

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, কণকবরণ সেন, শ্যামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রশিল্পে : চুনীলাল চট্টোপাধ্যায় ও কালী বন্দোপাধ্যায়।

শব্দযন্ত্রে : দুর্গা মিত্র ও জগদীশ চক্রবর্ত্তী। শিল্প নির্দ্দেশে : মদন গুপ্ত।

আলোক-সম্পাতে : রবি দাস, হরি সিং, ইন্দ্রমণি ও লক্ষ্মীনারায়ণ।

সম্পাদনায় : দেবী গাঙ্গুলী ও অমরেশ তালুকদার।

রসায়নে : প্রফুল্ল মুখার্জ্জি, দুর্গা বসু ও নবকুমার গাঙ্গুলী।

রূপসজ্জায় : সুরেশ রায়। ব্যবস্থাপনায় : পার্শ্বনাথ ধর।

রূপ দিয়েছেন :

৺কুমার মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, অবনী মজুমদার, নবদ্বীপ হালদার, নৃপেন মিত্র, পশুপতি কুণ্ডু, নরেন মুখার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, সরোজ ব্যানার্জি, ননী মজুমদার

ও

৺প্রভাদেবী, ছন্দা, রেবা, করালী, সন্ধ্যা, পূর্ণিমা, চিত্রা, মিসেস্ দত্ত, হাসি, শেফালী, মেনকা ইত্যাদি।

নিজস্ব ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
হাউসটোন্ অটোম্যাটিকে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : ইষ্টার্ণ টকিজ লিমিটেড।

মূল্য দুই আনা।

— কা হি নী —

বাবা-মার অত্যন্ত আদর-যত্নে লালিত-পালিত একমাত্র সন্তান জবা। তার বাবা ফরেষ্ট অফিসার—সুদূর প্রবাসেই তাদের থাকতে হয়। তার বাবা-মার নিঃসঙ্গ জীবনে সে-ই হ'ল বড় সঙ্গী আর তাদের সব আনন্দের উৎস। জবার এই শৈশব দেখে কে কল্পনা করতে পারে তার ভবিষ্যৎ ? কেউই বোধ হয় ভাবতে পারতো না যে এই জবাই চার বছর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হ'য়ে মামার আশ্রয়ে মানুষ হবে।

মামী ও মামাতো ভাই বোনের অত্যাচার থেকে সযত্নে তাকে রক্ষা করতো তার মামা কিন্তু এমনই ভাগ্য জবার যে সে আসার এক বছরের মধ্যেই তার মামাও মারা গেল। আগেই সে ছিল মামীর চক্ষুশূল, এখন সুযোগ পেয়ে কারণে অকারণে 'অলুক্ষণে' বলে তার উপর চল্‌লো অবর্ণনীয় অত্যাচার; সহ্য করতে না পেরে জবা একদিন পালিয়ে গেল বাড়ী ছেড়ে—তখন তার বয়স পাঁচ বছর।

জবার এক কাকা বর্ম্মায় ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় ক'রেছেন। দাদা-বৌদির মৃত্যুর খবর পেয়ে এলেন তাঁর ভাইঝির খোঁজ করতে। গোয়েন্দা লাগালেন তাকে খুঁজে বের করার জন্যে। গোয়েন্দাদের সঙ্গে বসে যখন তিনি জবার সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলেন তখন সারাদিন পথে পথে ঘুরে পরিশ্রান্ত জবা তাঁরই বাড়ীর রকে এসে আশ্রয় নিল। গোয়েন্দারা চলে যাবার সময় তাকে শুয়ে থাকতে দেখে অনেক করে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু পরিচয় দিয়ে পাছে তাকে আবার তার মামীর কাছেই ফিরে যেতে হয় এই ভয়ে জবা একটি কথাও বললে না। উপায় না দেখে জবার কাকা তাকে একটি অনাথ-আশ্রমে ভর্ত্তি করে দিয়ে বর্ম্মায় ফিরে গেলেন।

আশ্রমে শোভা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে জবার খুব বন্ধুত্ব হোল। শিশু থেকে তারা পূর্ণ বয়সে পৌছুল—কিন্তু জবার অদৃষ্টের মেঘ তখনও কাটেনি, জবার সব সেবা-যত্ন ব্যর্থ করে শোভা মারা গেল।

বেচারা জবা! কিছুই তার আর ভালো লাগে না—ভবিষ্যৎ তার কাছে শুধু বিড়ম্বনা বলেই মনে হয়। একটি ব্লাড-প্রেসারের রুগীকে দেখা-শোনা করার কাজ নিয়ে সে অনাথ-আশ্রম ছেড়ে চলে গেল।

রুগীর নাম মহেন্দ্র প্রতাপ চৌধুরী—তাঁর প্রতাপ সত্যিই এত বেশী যে সেই প্রতাপের চোটে তাঁর একমাত্র ছেলে তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচেছে আর তাঁর মেয়েরা পর্য্যন্ত ভয়ে তাঁর কাছে আসে না। বিনা কারণেই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং তার রুচিমত চব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয় খেতে যে তাঁকে বারণ করে তাকেই তিনি তাড়ান। তাঁর ছেলের বাড়ী ছাড়ার কারণও এই—সে ডাক্তার, অসুখের ওপর কুপথ্য খেতে বারণ করতো বলে তার বাবার সঙ্গে বন্‌তো না। অনেক সহ্য করে জবা এ-হেন মহেন্দ্র প্রতাপকেও ডাক্তারের কথামত পথ্যেই সন্তুষ্ট রাখতে সক্ষম হোল।

মহেন্দ্র প্রতাপের বুভুক্ষিত পিতৃ-স্নেহ জবাকে কেন্দ্র করে আবার প্রবাহিত হতে লাগলো।

মহেন্দ্র প্রতাপের মেয়ে দুটি কিন্তু এ স্নেহকে দেখলো অন্য রূপে—তারা জবাকে না দেখেই ধরে নিল যে তাদের বাবার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে এবং তিনি একটী ডাকিনী-মায়াবিনীর হাতে পড়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সেই মায়াবিনীকেই দিয়ে যাবেন। তারা তাদের ভাইকে ডেকে পাঠালো সেই ডাকিনী-মায়াবিনীকে তাড়াতে। ভাই রাজি হোল না—সে তাদের জানিয়ে দিল যে, সে তার বাবার সম্পত্তির লোভে বসে নেই। বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় জবার সঙ্গে তার দেখা হোল। সে-ই শোভার চিকিৎসা করেছিল এবং শোভাকে বাঁচাতে না পারার জন্য সে খুবই দুঃখিত। কিন্তু শোভাকে ভাল করতে না পারার জন্য জবা তার ওপর সন্তুষ্ট নয়। জবাকে তাদের বাড়ীতে দেখে একটু বিস্মিত হয়েই সে প্রশ্ন করলে: জবা দেবী—আপনি এখানে?

রাগ করে জবা বলে: যে-ডাকিনী মায়াবিনীকে আপনারা কোমর বেঁধে তাড়াতে এসেছেন আমিই সেই ডাকিনী, দেখুন তাড়াতে পারেন কিনা।

ডাক্তার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে কিন্তু জবা তার কথা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করেই চলে যায়।

ডাক্তার চলে গেল কিন্তু বোনেরা রয়ে গেল তাদের বাবাকে ডাইনীর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে।

তাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের সঙ্গে মহেন্দ্র প্রতাপের গোলমাল জবার আত্মসম্মানে বাধতে লাগলো। তবুও মহেন্দ্র প্রতাপের কষ্ট হবে বলে সে চলে যেতে পারছিল না কিন্তু যেদিন তাকেই অপমান করার জন্যে মহেন্দ্র প্রতাপ তাঁর জামাইকে গুলি করে মারতে গেলেন সেই দিনই সে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে এক বস্তিতে আশ্রয় নিল। চাকরী করে সামান্য যা কিছু সে সঞ্চয়

করেছিল দেখতে দেখতে সে সবই ফুরিয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও একটা ভাল চাকরী যোগাড় হোল না। এর ওপর আবার বাড়ীওয়ালার দৃষ্টি এসে পড়লো তার ওপরে। তাকে অপমান করে তাড়িয়ে নিজেকে সে বাঁচায় কোন রকমে। কিন্তু যখন বাড়ীভাড়া বাকি পড়লো তখন বাড়ীওয়ালা তাদের ঘরে চাবি দিয়ে নিল—সেই অপমানের প্রতিশোধ। সেদিন জবার খুব জ্বর—বেচারা দাঁড়াতে পর্য্যন্ত পারছে না।

কোথায় যাবে সে ?

শৈশবেই যে আশ্রয়হীন কে তাকে দেবে আশ্রয় ?

আত্ম-সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে কি আত্ম-বলি দিতে হবে জবাকে ?

ছবির শেষে নিপুন পরিচালনার মাধ্যমে এই সবেরই উত্তর পাবেন চিত্রগৃহের রূপালী পর্দ্দায়।

সাথী

[১]

আমাদের এই ধূলার ধরণীতে
ফুল ফোটে ফুল ঝরে
হেথা হাসি আর সেথা আঁখি জলে ভরে
ফুল ফোটে ফুল ঝরে
আমাদের এই ধূলার ধরণীতে ॥
হায় ভগবান ! খেলিছ এ কোন খেলা
হেথা গড়া আর সেথা শুধু ভেঙ্গে ফেলা
কারো লাগি শুধু ফাগুনের ফুল
শুধু কাঁটা কারো তরে।
ফুল ফোটে ফুল ঝরে
আমাদের এই ধূলার ধরণীতে।

—রেডিও

[২]

আমার ঘরের খবর শোন
শোন শোন ভাই
ও তার জানলা কবাট (ওরে ভাই)
চুরি গেছে দেয়াল কোথা নাই
ভিৎ গাঁথা তার অথই জলে
ঢেউএর মাথায় কেবল দোলে
ঠিকানা যে (ও তার)
ঠিকানা যে কোথায় তা ঠিক
বলতে নারি তাই বলতে নারি তাই
ওরে আজব কথা ঘরের মালিক আপন ঘরে পর
আপন ঘরে পর
ও তার খর চিনিতে যায় যে কেটে কত যুগান্তর
ও ভাই কত যুগান্তর
বারেক এঘর চিনলে পরে (ওরে) বারেক এঘর চিনলে পরে
সকল ধাঁধা যায় যে সরে
বিনা তেলের ও ভাই
বিনা তেলের বাতিই তখন
অন্তরে রোশনাই অন্তরে রোশনাই
শোন শোন ভাই।

—সাধনের গান

[৩]

খাচায় ধরে তারে রাখিতে পারি কই
সে ত নয় পোষা ময়না
দিবা নিশি কত সাধা সাধি করি
তবু কোন কথা কয়না
সে ত নয় পোষা ময়না
জানিনা কি দিয়ে তুষি তারে
যা কিছু দিতে চাই মাথা নাড়ে
ও সে চায়না সরু কাপড় গয়না
ও তার মন পাওয়া বিষম যে দায়
মনের মাঝে থাকে তবুও তল তার
ডুব দিয়ে কজনে পায়
ডুব দিয়ে কজনে পায়
জানিনা কিসে তার হদিস মেলে
বিবাগী হব এবার বিবাগী হব
পুঁজি পাটা ফেলে
পেয়ে না পাওয়া আর সয়না ও ভাই
পেয়ে না পাওয়া আর সয়না
সে ত নয় পোষা ময়না।

—সাধনের গান

[৪]

নয়নে মোর নাই শুখাল জল
ফুটুক শুধু একটি তায় কমল
আমার হৃদ্ কমল
যতই ব্যথা পাই
খেদ ত কিছু নাই
ধূপের মত পুড়িয়ে জীবন
বিলাই পরিমল
ফুটুক শুধু একটি তায় কমল আমার হৃদ্ কমল
হৃদয় আমার চিরে
যা দাও সেই গভীরে
প্রাণের নদী যেখান হ'তে
বইবে অবিরল
ফুটুক শুধু একটি তায় কমল
আমার হৃদ্ কমল।

—জবার গান

ইষ্টার্ণ টকিজের

সশ্রদ্ধ নিবেদন ঃ—

সুসাহিত্যিক সুবোধ বসুর প্রকাশিত

উপন্যাস অবলম্বনে

মানবের শত্রু নারী

★

পরিচালনা ঃ অমল বসু

সঙ্গীত ঃ পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

দর্শক সমাজের প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী

সম্মেলনে

★ গঠন পথে ★

পরিবেশক ঃ রূপচিত্রম্ লিমিটেড।

Published by—Eastern Talkies Limited and Printed at Prosanna Printing Press.
26, Bose Para Lane, Calcutta-3.